১০ম কমনওয়েলথ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, সোমবার, ১৭ জুন ২০১৩, ৩ আষাঢ় ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত মন্ত্রিবর্গ,

দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণকারীবৃন্দ,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর দশম মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তিনদিনব্যাপী এ বৈঠকে কমনওয়েলথ দেশগুলোতে নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করা হবে।

ত্রিবার্ষিক এ বৈঠকের এবারের প্রতিপাদ্য ‘‘উদ্যোক্তা উন্নয়নে নারীর নেতৃত্ব''। থিমটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ, আমি মনে করি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর ক্ষমতায়ন দ্রুততর হবে। যদিও পুরুষশাসিত বিশ্বসমাজে কাজটি করা এত সহজ নয়। এই চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

প্রগতিশীল বাঙালি জাতি বৈশিষ্ট্যগতভাবেই নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বেগম সুফিয়া কামাল, ইলা মিত্ররা বাঙালি নারী জাগরণে প্রেরণার উৎস। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি বাঙালি নারীরা অংশ নেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি নারীর এ অগ্রযাত্রাকে স্থায়ী রূপ দিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা অন্তর্ভুক্ত করেন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সংসদে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষণ করেন।

বর্তমান সরকার জাতির পিতার এ নীতি অনুসরণ করছে। সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। দরিদ্র এবং সুযোগ বঞ্চিত নারীদের ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করেছি। বর্তমানে জাতীয় সংসদে ৭০ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন যা মোট সদস্যের ২০ শতাংশ।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সংসদ নেতা ও সরকার প্রধান একজন নারী। সংসদ উপনেতা এবং বিরোধী দলীয় নেতা নারী। সংসদের স্পিকারও একজন নারী।

মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ ৬ জন নারী মন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। স্থানীয় সরকারেও প্রায় ১৪ হাজার ২০০ জন নারী নির্বাচিত হয়ে জনসেবা করছেন। আমাদের এ অর্জন অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের নারীরা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনেও নারী পুলিশরা শান্তিরক্ষী হিসেবে অবদান রাখছেন। সরকারী চাকুরীতে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ৬০ শতাংশ নারী কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমরা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় বিভিন্ন সংস্থা নারী উন্নয়ন কেন্দ্রিক বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমরা সর্বস্তেরে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে উন্নয়ন কর্মসূচীতে জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। জেন্ডার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করেছি। জেন্ডার সমতা নিশ্চিতে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বাজেট বরাদ্দের প্রায় ২৮ শতাংশ নারী উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি পূর্ণ বেতনে ৬ মাসে উন্নীত করেছি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ৩৩ লক্ষ দরিদ্র, দুঃস্থ, বিধবা ও বয়স্ক নারীকে মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২ লক্ষাধিক দরিদ্র গর্ভবতী মা ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাকে মাসিক ভাতা দেয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের সমাজের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। দুঃস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ৯ লক্ষ ২০ হাজার নারী এ সহায়তা পাচ্ছে। নারী দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রসারে নারীদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

নারী শিক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে নারী উন্নয়নে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। তাদের জীবন-মান উন্নয়ন হয়েছে। তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়েছে। নারীরা এখন অর্থনীতিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারছে। কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

গ্রামীণ নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে দেশব্যাপী প্রায় ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এখান থেকে নারীরা পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পাচ্ছে। মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শিশুদের টীকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার সহস্রাব্দ লক্ষ্যের চেয়েও অনেক নীচে নেমেছে। এজন্য জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এমডিজি এ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। দেশ সাউথ-সাউথ পদক পেয়েছে।

নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এজন্য তাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও মূলধন দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। শিক্ষিত নারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিগুলোকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও একক বা যৌথ পর্যায়ে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে উঠেছে। তাদের উৎপাদিত শিল্প পণ্য বাজারজাতকরণে রাজধানীতে বিপণন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রতি জেলায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য হেল্প সেন্টার চালু করা হয়েছে। তাদেরকে ফ্যাশন, বিউটিফিকেশন, ক্যাটারিং, পটারি, ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

দেশের প্রায় ৪৭ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে কম সুদে ৫ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। বিনা জামানতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হচ্ছে। তাদের জন্য ১০ ভাগ শিল্প প্লট সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

দেশে অনেক নারী উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে। তারা তাদের শিল্প পণ্য রপ্তানিও করছে। বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সেবাখাতে নারীরা তাদের সৃজনশীল মেধার বিকাশ ঘটাচ্ছেন। শহর ও গ্রামের অসংখ্য নারী এ সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। তাদের কেউ কেউ এখানে উপস্থিত আছেন।

নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এর গতি অত্যন্ত মন্থর। উন্নত বিশ্বেও চাকুরী, বেতন-ভাতা, অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির শিকার হচ্ছে। কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ১৯৮৫ সাল থেকে এই মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে নারী অধিকার রক্ষা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। এজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে দেশের ভিতরে-বাইরে সর্বত্র সকলকে সোচ্চার হতে হবে। সম্মিলিতভাবে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। বিশ্ব অঙ্গনে নারীর ভূমিকা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ এ ধরণের আন্তর্জাতিক  উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এজন্য নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে নিয়মিত অভিজ্ঞতা বিনিময় অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, এই বৈঠকের মাধ্যমে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ পাবো। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যা কমবে।

এ আশা ব্যক্ত করে আমি দশম কমনওয়েলথ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।